OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 279 - 286
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর’ : এক ব্যতিক্রমী সংগ্রাম

সঞ্জীব হাঁসদার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মশাট বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়
Email ID : sanjibhansda1@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Munda, Stagnant, Archer, Chotti, Hunting festival, Landlord, Moneylender, Laborer, Election, Politics, Oppression.

Abstract

‘Chotti Munda o tar tir' are the famous novel of Mahasweta Devi. The novel was published in 1980. This novel depicts the life and struggle of the Munda community during the British rule. The central character of the novel is Chotti Munda. Choti Munda is a tribal in the nation. Indigenous means children of nature. Poverty is the constant companion of the Munda community. The protagonist of this novel, Chotti Munda, was born in a poor family.

Chotti has been proficient in the arrow from childhood. The Munda nation means arrows and bows are synonymous. Life becomes a bow and self - defence, the bow becomes resort. So every Munda learns to hit the arrow.

The Munda nation always lives with poverty. Maybe that's their fate. So they do not share the crop by working hard on the land. Even if you sit in the market to sell things, you have to pay for the unusual rules. Opposition to wrongdoing takes a fine. However, Bengali businessmen do not take fine. Because the zamindars, Mahajans and police cooperate with each other. Unable to tolerate the respiration, someone goes to Christian mission, some go to work in a coal mine.

Chotti Munda wants the entire Munda society well. So the honour of the Munda society is very much respect. Because he seized people like the oppressive Mahajan Tirath Nath. He has shown the road when the Munda nation loses direction in the society.

Chotti Munda has long fought against a system. That system is made by the landlord and the Mahajan. This system has extreme economic inequality. The government is not zealous to correct this discrimination. Finally, the Choti Munda expressed dissatisfaction with the government and the administration. And it seems that the oppression of the Munda nation should be stopped.

Choti Munda is rich in many experiences. The zamindar Mahajan police administration, especially an entire social system, has experienced him. Even his child is in jail and death. Still he had to keep his head cool. Because he knows the Munda nation rely on him a lot. Therefore, the Munda has been associated with the 'Aboriginal Mangal Bharti' organization to save the nation. Because Chotti knows, the oppression cannot be finished by just making laws.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

In order to stop the atrocities, the society has to fight against the opposition. This is the life of the Munda nation.

Discussion

পূর্তি মুণ্ডা। চোট্টি মুণ্ডার পূর্বপুরুষ। যেখানে স্থায়ী বসত গড়ত, সেখানেই খনিজ পদার্থ কয়লা এবং অভ্র মিলত। ফলে হাজির হত সায়েব সুবো, বিহারী, বাঙালি। পূর্তি বিতাড়িত হত। স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন এমনকি পহান পর্যন্ত পূর্তিকে নিয়ে ভয়ে থাকতো। একসময় পূর্তি আশ্রয় নেয় চোট্টি নদীর পাহাড় সমান উঁচু তীরে। অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে রেখে চোট্টি আড়কাঠির খোঁজে বেরোয়, আর ফেরেনি।

পূর্তি মুণ্ডার বংশধর চোট্টি মুণ্ডা। চোট্টি নদীর নামেই নাম তার। আবশ্য সেই নামে পরবর্তীতে স্টেশনের নামও করা হয়েছে। আসলে মুণ্ডারা হতভাগা। কয়লা, খনিজ দ্রব্য, অভ্র, সোনা তাদেরকে তাড়া করে বেড়ায় যেন। তাই স্থায়ী বসত ঘর বাড়ি মেলে না। চোট্টি নদীর তিন মাইল দূরে চোট্টি স্টেশন। এই স্টেশনকে ঘিরেই বিহারী, বাঙালি, পাঞ্জাবি জনপদ। মুণ্ডারা থাকে দূরে, গ্রামে গ্রামে। বছরে অধিকাংশ সময় চোট্টি জনপদ ফাঁকা থাকলেও, বিজয়া দশমীর চোট্টি মেলাতে আদিবাসীতে ভরে যায়। মেলা বসে, মহুয়া খায়, নাচ হয়। চলে তীর প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জেতে একটি শুয়োর। এই শুয়োর মেরে ভাত খায়, মদ পান করে কিন্তু কোনরকম ঝামেলা বিশৃঙ্খলা হয় না। বড় শান্তিপ্রিয় জাতি মুণ্ডারা, মুণ্ডা আদিবাসীরা।

প্রকৃতির সন্তান মুণ্ডা আদিবাসীরা। প্রকৃতি যেভাবে তাদের আপন করে আবার কেড়েও নেয় অনেক কিছু। দরিদ্র পূর্ণ জীবনেও খরা হয়, বন্যায় ভাসিয়ে নেয় ঘরবাড়ি, ক্ষেতের ফসল। অভাবের তাড়নাতে মুণ্ডা পরিবারের ছেলে মেয়েরা গাই চরীর কাজ করে। এমনকি অবস্থাপন্ন মুণ্ডা পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই থাকার চল ছিল।

চোট্টি মুণ্ডার জন্ম চোট্টি নদীতে বানের সময়। সে জন্মাবার পরই নাকি বান কমে যায়। এটা গল্প রূপে বহুকাল বেঁচে আছে মুন্ডাদের মনে। চোট্টি ছেলেবেলা থেকেই জেদী এবং ধানুকী। ধানী এবং ধনুক - এই ছিল তার বেড়ে ওঠার সময়ের সঙ্গী সাথী। তবে মুণ্ডাদের মনে ভয়ের সংস্কার দূর হবার নয়। সংস্কারবশত:ই ধানী মুণ্ডার হাতে তীর ধনুক দেখলে মুণ্ডা সমাজ বিপদের ভয় পায়। পরমির শশুর শাশুড়ি বলে, -

> "ধানী মুণ্ডা আমাদের প্রপিতামহের ভাই। তবু বলছি, ওর হাতে ধনুক ওঠে যখন, মুণ্ডা সমাজ, মুণ্ডা পরিবার বিপদে পড়ে।"[১]

অথচ ধানীর প্রতি চোট্টির আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ধানীকে মুণ্ডা সমাজ ভয় পায়, অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন সমীহ করে। আর চোট্টি মুণ্ডা অবাক বিষয়ের লক্ষ্য করে, নজরে রাখে। সাহসী ধানী মুণ্ডা পুলিশ সাহেবদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে হাটে তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদের মাত্রা ছাড়া গর্জন শোনা যায়, যখন পরমির শ্বশুরসহ সকল মুণ্ডারা বেঠবেগারী খাটে। অন্যান্য জুলুমের মতো বেঠবেগারীও যে একটা জুলুম তা বোঝায় মুণ্ডাদের।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দিকেই দেখি ঔপন্যাসিকের কলমে চোট্টি মুণ্ডার নায়কত্বের আভাস। যা পরবর্তীকালে হয় –

> "মহাকাব্যের নায়কদের মতো বিশাল ও সম্ভাবনাময়।"[২]

ধানী মুণ্ডা যেন চোট্টির জীবনকে মহাকাব্যের অমর লোকে পৌঁছে দেওয়ার সূচনা করে। একদিন ধানী বেঠবেগারী নিয়ে গর্জে উঠেছিল। সেদিন চোট্টি বেঠবেগারীর মমার্থ অল্প হলেও বুঝেছিল। কিন্তু মেলায় তীর ছুঁড়ে জিতবে এই স্বপ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল চোট্টির মনে। অথচ চোট্টির জীবন কাহিনী অন্যরকম লিখতে চেয়েছেন ধানী। তার পাকা তীরন্দাজ হবার আগ্রহই ধানীকে ভাবায়। ধানী চোট্টির জীবনকে মুণ্ডা সমাজে মহাকাব্যিক রূপ দেয়। একের পর এক নিজের স্বপ্ন ও লড়াই অভিজ্ঞতার কথা শোনায় চোট্টিকে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১। ধানী স্বয়ং বিরসার মুণ্ডা আন্দোলনের এক অন্যতম বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহের কারণে সে পুলিশ প্রশাসনের নেক নজরে। সে ছিল একটা সময়। যখন ধরতি আবা 'স্বাধীন মুণ্ডারী রাজ' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন চোট্টি তীর ছোঁড়া শিখতে চাইলে ধানী বলে, -

> "কি করে শিখাব? তীর ধরলে পুলিশ আমাকে আবার জেহেলে নেবে।"[৩]

মুণ্ডা বিদ্রোহের কারণে বিরসা মুণ্ডা বেচারাধীন অবস্থায় মারা যায়। অপরদিকে বিদ্রোহী বিরসাইত ধানী মুণ্ডার জেল হয়, ঘর ছাড়া হতে হয়, তীর ধনুক ধরা তার নিষেধ। অথচ চোট্টিকে দেখেই বোঝা যায় তীর-ধনুক আদিবাসীদের মজ্জায়। উলগুলান, খুটকাট্টি গ্রাম দখল, জমিদার, মহাজন, বেঠবেগারী - এইসবই চোট্টিকে পাঠ শেখায়।
২। ধানী মুণ্ডা ভাবুক, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক। বিরসার মত চোট্টিকেও ভাবতে শেখায়। তাই মেলাতে তীর খেলায় জিতেই একজন মুণ্ডার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মুণ্ডাদের জীবন পাল্টানোর খেলায় দিকুদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিততে হবে। বুকে আনতে হবে আগুন। সেই আগুনের তাপে পুলিশ মহাজনদের ঝলসে দিতে হবে। কারণ ধানী মনে করে, -

> "তোদের কোলে ভগবান নাই, উলগুলান নাই, মুণ্ডাদের জীবন পাল্টে যাবে বলে বুকে আগুন নাই, ... চোট্টি মেলা আছে। মুণ্ডাদের জাতের ওই রকমে ভুলায়ে রেখেছে গোরমেন।"[৪]

৩। ধানী চোট্টিকে জঙ্গল চেনায়। জঙ্গল মুণ্ডাদের মায়ের সমান। বিরসা অবশ্য জঙ্গলকে মা সম্বোধন করত। কেননা জঙ্গল মুণ্ডাদের আশ্রয় দেয়, জোগান দেয় খাদ্য। তাই বিপদের সভ্যতার বাইরে জঙ্গলকে যুঝে নিতে হবে আপন অধিকারে। কেননা জঙ্গলে মেলে সুমিষ্ট কন্দ, কুণ্ডী মাছ, ফাঁদ পেতে ধরা হয় হরিণ, মেলে ময়ূরের পালক। ধানী চায় এগুলি থাকুক সব মুণ্ডা আদিবাসীদের অধিকারে। তাই ধানী চোট্টিকে শোনায় কবেকার বিদ্রোহের কথা, উলগুলানের কথা।
৪। একাশি বছর বয়সে এসে ধানীর আক্ষেপ "সকল কারণগুলো ত রয়ে গেল চোট্টি।"[৫] শান্তিপূর্ণ একটা জীবনের জন্য লড়াই, স্বজাতের জন্য লড়াই, স্বশাসনের জন্য লড়াই - এই বীজ মন্ত্র ধানী শুনিয়ে গেছে চোট্টির কানে। কেননা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে লড়াইয়ে ধানী অংশগ্রহণ করেছে, তার কিছুই পাওয়া হয়নি। বরং ইতিহাস হয়ে থাকে তার নিরন্ন লড়াকু সত্তা, যা মহাকাব্যের মত বিশাল আয়তন বিশিষ্ট।

ইতিহাস, গান, পুরাণ কথা গল্পকথা মুণ্ডাদের মুখে মুখে ঘোরে। ধানী মুণ্ডা এখন মুণ্ডাদের গল্পকথায় ও মনে গান হয়ে ফেরে। সে ছিল বিরসাইত, পরে চোট্টির শিক্ষাগুরু। মেলায় তীর নিক্ষেপের সময় ধানীকে স্মরণ করে সে। চোট্টি অন্যান্য মুণ্ডাদের মত ক্ষেত খামারে পরিশ্রমে বিরোধী। ক্ষেতে খাটলে জমিদারদের নিকট ধারকর্জ বাঁধা পড়ে বেঠবেগারী দিতে হয়। বেঠবেগারী মুণ্ডাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা শোষণ পদ্ধতি। অভাবে, অনটনে, খরার সময় মুণ্ডারা ধার নেয়, তা আর কোনকালে পরিশোধ হয় না। ঔপন্যাসিক আলোকপাত করেছেন এইভাবে, -

> "আদিবাসীরা অবিশ্বাস্য রকম কম মজুরিতে কাজ করে। খ্যাঁচাখেচি পছন্দ করে না। যেমন কথা দেয়, তেমন কাজ করে দেয়। আদিবাসীদের ঋণে জড়ানো খুব সোজা। কাগজে একবার টিপ দিলে ওরা জন্ম জন্ম ধরে বেঠবেগারী দিয়ে চলে।"[৬]

মুণ্ডারা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু হলেও অপমানকর বিষয়ে চরম সংবেদনশীল। তাই 'মহাজন' শব্দ তারা হজম করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বেঠবেগারী খাটতে আসেনি। বিনিময়ে বিসরা মুণ্ডা গ্রেপ্তার হয়, থানায় অত্যাচারিত হয় এবং পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড় পায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অত্যাচারের ক্ষতিপূরণের অর্থ পুলিশ ও মহাজনের তরফ থেকেই দেওয়া হয়। কারণ সে চোট্টি মুণ্ডার পিতা। যে চোট্টি মন্ত্রপড়া তীরের সাহায্যে দারোগা মহাজনকে হত্যা করতে পারে। এই মন্ত্রপড়া তীরের কারণেই চোট্টিকে নিয়ে গল্প ঘনাচ্ছে যেমন মুণ্ডা সমাজে, তেমনি পুলিশ কনস্টেবল ও মহাজনদের মধ্যেও।

মুণ্ডারা চরম দুরাবস্থার মুখোমুখি হয় খরা ও আকাল এলে। আর এই সুযোগেই গ্রামের মহাজন খাতায় আঙুলের টিপ করিয়ে ধার কর্জ দিয়ে মুণ্ডা পরিবারগুলিকে বংশপরম্পরায় আজীবন বেঁধে রাখে। মুণ্ডাদের জীবন ত্রিবিধ শক্তির কাছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নির্ভরশীল। একদিকে রয়েছে জমিদার মহাজন অপরদিকে সরকার ও মিশন। একদম শেষে আড়কাঠি। মুণ্ডা আদিবাসী নারী-পুরুষদের সাহেব সরকার ও দিকু মহাজনদের কাছে শোষণ হওয়ায় যেন ভবিতব্য। গ্রামে খরা হয়েছে। এই বিষয়ে আর্জি জানায় মুণ্ডারা সরকারের কাছে চোট্টির নেতৃত্বে। এই ঘটনার ফলে জমিদার মহাজনদের মনোভাব বেআব্রু হয়েছে সরকারের কাছে। সরকারের সেক্রেটারিও খরা দুর্দিনে মুণ্ডাদের পক্ষে মানবিকতা দেখানোর মানসিকতা দেখানোর আশা পোষণ করেছেন জমিদারদের কাছে। পরিবর্তে চোট্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ধনুক বলোয়া সহ অন্ত্যজ মুণ্ডাদের নিয়ে ধানের গোলা লুঠ করবার। প্রাচীন জাতি শান্তিপ্রিয় হাসিখুশি সরল মুণ্ডাদের সুসভ্য মানুষের জাঁতাকলে পেষণ করার জন্য নতুন পরিকল্পনা।

মুণ্ডাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য সদর্থক কোনো ঘটনা ঘটে না বটে, তবে দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে করম, সরহাই, হরম দেওয়ের পুজো উপলক্ষে বৈচিত্র্য আসে। বৈচিত্র আসে শিকার উৎসবকে কেন্দ্র করেও। আদিতে শিকার উৎসব মূলত ছিল শুধু আদিবাসী কেন্দ্রিক। এখন সকল নিম্ন বর্ণের জাতিরাও অংশ নেয়। চাষ করে, জমিতে খাটে, গরু ছাগল পোষে, যেদিন বিতাড়িত হয় সেদিন মোট বহর নিয়ে খোঁজ করে নতুন জীবনের। এই সবই যেন প্রাচীন ছন্দ মুন্ডাদের। তারই মাঝে উৎসব আসে মুণ্ডারী জীবনে। এটুকুই যা স্বস্তির। উৎসবের আবহ শেষ হলেই আবার বেঠবেগারী, ধার কর্জ, জরিমানা, তোলা আদায় ইত্যাদি।

মুণ্ডা জাতি ও তীর ধনুক সমার্থক। জীবন জীবিকা ও আত্মরক্ষায় তীর ধনুকই সহায় সম্বল। তাই প্রতিটি মুণ্ডা তীর চালনা শেখে। চোট্টিমুণ্ডা নিজেও ধানীর কাছে তীর শিক্ষার পাঠ নিয়েছিল। আবার সেই ঋণ পরিশোধ করে দুখাই, বিখনা ও সুখাদেরকে তীর চালনার পাঠ দিয়ে। তীর চালনায় চোট্টির অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন উপন্যাসিক এভাবে, -

> "চোট্টির বয়স যে তিরিশ হয়ে গেল। তবু মনে আছে প্রথম নিশানা বিঁধবার পর দর্শকদের জয়োল্লাসে বুকের নিচে কি আনন্দ! রক্তে গর্জন, আনন্দে হৃৎপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল যেন, একসঙ্গে চোট্টি থেকে তোহরির আদিগন্ত প্রান্তরে ফুটে উঠেছিল যেন লাল পলাশ বুকের মধ্যে।"[৭]

চোট্টি নিজে এখন শিক্ষাগুরু। পাথরের গায়ে নিশান এঁকে তীর বিঁধার মন্ত্র পাঠ শেখায়। তীর শিক্ষা দুখিয়ার জীবনকে পাল্টে দিয়েছিল দেও গ্রামের মেলায় তীরন্দাজিতে প্রথম হয়ে। কিন্তু তীর মুণ্ডাদের যেমন জীবন জীবিকা ও আত্মরক্ষার তেমনি অপরদিকে সাহেব সরকারের ভয়ের কারণও বটে। তাই দারোগা নন্দলাল চোট্টিকে নিষেধ করে তীর খেলায় যাতে অংশগ্রহণ না করে।

সরাসরি নয়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গরীব মুণ্ডাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার সর্বোত প্রয়াস। মুণ্ডারা মানুষ নয়, দিকু মহাজনদের চোখে তারা জংলী। অন্তত সাহেব গোরমেনের কাছে এই নামেই পরিচয় দেয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আনন্দ অনুভূতি, ব্যথা-বেদনা, ভালো-মন্দ, যে মুন্ডাদেরও থাকতে পারে তা অ-মুন্ডারা বোঝে না। জংলী জাত ভেবে তাদের ওপর চলে শুধু জোর জুলুম। এই জুলুম ওঠাতে গিয়ে দুখিয়া মুণ্ডা ভরা বাজারে গোমস্তাকে হত্যা করে। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। দুখিয়ার গ্রাম কুরমি সহ সমগ্র মুণ্ডা জাতির ওপর জারি হয় তীর খেলায় নিষেধাজ্ঞা। সেই সঙ্গে অমানবিক শোষণ ও অত্যাচার। দুখা মুণ্ডার কথায়, -

> "নতুন গোমস্তা বেঠবেগারীতে বেঁধে দিয়েছে সবারে। তা বাদে জুলুম কত। কথায় কথায় মাল দাও। কাছারীতে, উয়ার ঘরে কেউ মরলে বেঠবেগারী নয়, তবে মাসুল দাও। উয়ার ঘরে জনমে-বিয়াতে-মরণে আর দিকুদের তো অগণন পূজা-মাসুল ওঠায়। বাজারে চক্ষে দেখিনাই, তার ঘরে কিছু হলে মাসুল ওঠায়। ...জীবন জ্বলে গেল।"[৮]

জীবন বদলের ডাক, ধর্ম পরিবর্তনের হাতছানি মনে উঁকি মারে মুণ্ডাদের। নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে মিশনে নাম লেখাতে চায় তারা। ক্রিশ্চান ধর্মে আশ্রয় নিতে চায়। অন্তত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে তো পারবে, ধর্ম বাঁচুক বা না বাঁচুক। এই সবই ঘটে চোট্টি মুণ্ডার চোখের সামনে। চোট্টি নদীর বুক দিয়ে অনায়াসে বয়ে চলে জল, চোট্টি মুণ্ডার জীবনেও ঘটে যায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহু ঘটনা। তবে যাই ঘটুক, সব ঘটনাতেই চোট্টির নাম জুড়ে যায়। শুধু জড়ায় না ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ভারত বর্ষ স্বাধীন হয়। মুণ্ডাদের জীবন অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

মুণ্ডারা চিরকালই নিঃস্ব। হয়তো সেটাই ভবিতব্য। তাই মাটিতে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েও ভাগ ওরা পায় না। হাটে পসরা নিয়ে বসলেও তোলা দিতে লাগে অস্বাভাবিক নিয়মে। অন্যায়ের বিরোধিতা করলে উল্টে জরিমানা লাগে মুণ্ডাদেরই। শুধু জরিমানা লাগে না দিকু জমিদার ও রাজাদের। কেন না জমিদার মহাজন ও পুলিশ পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। সুতরাং এ হেন বহুবিধ শক্তির সঙ্গে এঁটে না উঠে কেউ চলে যায় খ্রিস্টান মিশন কেউ বা কয়লা খাদান। মুণ্ডা জীবন, মুণ্ডা সামাজিক রীতকরণ ধরে রাখতে পারে না তারা।

চোট্টি মিশনে যায়নি ক্রিশ্চান হতে। কাজও নেয়নি কয়লা খাদানে। তীর খেলা জিতেই এতদিন অভাব মিটিয়েছে সংসারের। বেঠবেগারী দেয়নি, মহাজনের ক্ষেতে মজুর খাটেনি কোনদিন। কিন্তু সময় বদলেছে। ঘরে তার স্ত্রী সন্তান-সন্ততি নাতি নাতনি দের নিয়ে ভরা সংসার। তাই অভাব দেখা দেয়। নিজস্ব কিছু থাকে না মুণ্ডাদের, চোট্টিরও তাই। রোজগারের পথ খোঁজে মাটি কাটা, কয়লা কাটা ও ইটভাটার কাজে। এছাড়া ভরসা বলতে তীরথনাথের সঙ্গে ফসলের অর্ধেক ভাগাভাগির মৌখিক চুক্তিতে ডাঙ্গার আফলা জমি। সেই জমিতে নজর তীরথনাথ লালার। জমি কেড়ে নিতে চায় সে। ফলে এই জমি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এই বিবাদ আইন আদালত অবধি পৌঁছয়।

জমি নিয়ে বিবাদ চিরকালের। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কালেরও পরিবর্তন হয়। সাহেব সরকারের বদল হয়, মধ্যযুগীয় পন্থায় বিশ্বাসী তীরথনাথেরও প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হয়। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ তীরথনাথ চিরকাল মুণ্ডাদের ঠকিয়েছে। তাদের বাঁচবার পথ কঠিন করেছে। কিন্তু যখন মনে হয় কোন দিকে পথ নেই তখন ঠিক পথ বের হয়। চোট্টিমুণ্ডা পথ বার করতে সক্ষম হয়। সে যা বোঝে, সে যা দেখে তা অন্য মুণ্ডারা পারেনা। মুণ্ডা সমাজে নাবিকের ভূমিকা পালন করে সে। তীরথনাথের সঙ্গে জমি বিবাদে অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। সে ছেলে হরমুকে বলে, -

> "হরমু! তু সিদিনা টোকা। তুভি বাপ হছিস। কিন্তুক আমার চক্ষু তু কুথা পাবি?"[৯]

মুণ্ডাদের কি শুধু দিকু মহাজনরা মারে? আইন আদালত, পুলিশ, দারোগা সবাই মুণ্ডাদের মারে ক্ষতি চায়। আসলে চোট্টি বুঝতে পারে তারা দীর্ঘদিনের একটা সামাজিক তন্ত্রের নাগপাশে বন্দী। মহাজনের কাছে হাত-পা বাঁধা থাকবে, বেঠবেগারী দেবে, ক্ষেতে মজুর খাটবে এবং মুণ্ডাদের মা বাপ, মালিক থাকবে তীরথ নাথের মতো মহাজনরা। যারা বেঠবেগারীকে এক প্রকার ন্যায্য অধিকার বলে মনে করে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে বিকল্প পথ অনুসন্ধান করতে হবে।

চোট্টি শুধু নিজের পরিবার নয়, সমগ্র মুণ্ডাদের ভালো চায়। সে বলে, -

> "এক মালিকের কাছে এক কাম করব, আর যা কাম সব কে সাথ।"[১০]

তাই ঠিকাদার হরবংশ চাঢা গাছ কাটার কাজে প্রস্তাব দিলে পহানের সাথে আলোচনা করেছে। মুণ্ডা জমি কিনলে, সে বিষয়ে সচেতন করেছে। কারণ চোট্টির প্রখর বুদ্ধি অনেকেরই অজানা। জমিতে যে মালিকানা স্বত্ব পেতে পারে এর দিশা চোট্টিই প্রথম দেখায়। চোট্টি ও জিতা জমি কেনাতে যেন সকল মুণ্ডা মনে আনন্দ পায়, ভরসা পায়। কিন্তু অসন্তুষ্ট হয় তীরথ ও হরবংশ। কারণ জমি থাকে মালিক মহাজনদের। মুণ্ডা দুসাদ জমির মালিক হবে, এটা অধর্ম। সে যতই পাথুরে জমি হোক না কেন। জমিতে স্বত্ববোধ পাল্টে দিতে পারে মুণ্ডাদের মানসিক গঠন কাঠামো। সেটি মোটেই কাম্য নয়। চিরকাল নির্ভরসা, শরণার্থী করেই রাখতে চায় তারা।

মুণ্ডা সমাজে চোট্টির সম্মান অনেক উঁচুতে। তার নামে মুণ্ডারা মুখে মুখে গান বাঁধে। তার নামে গল্প ক্রমে অতিলৌকিকতার আকার নিয়েছে। আকার নেবে নাই বা কেন, মুণ্ডা সমাজে নরনারী চোট্টির গল্প শুনিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়েছে। তীরথনাথের মতো মহাজনকে জব্দ করেছে। জমির কাগজ সরকার তৈরি করে দিয়েছে। আবার রেলগাড়ি থামিয়ে ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। মুণ্ডারা সমাজে দিশা হারালে সে উপায় বের করেছে। আগে একসময় মুণ্ডারা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মালিকের কাজ ছাড়া অন্য কাজ করার অধিকার পেত না। এখন মুণ্ডারা যেমন বেঠবেগারী দেয়, গাছ কাটার কাজও করতে পারে। আবার ভাগত মুণ্ডা, নাগু মুণ্ডারা জমি কিনে কাগজ বানিয়ে নিতে পেরেছে। তার কথায়, -

> "যখন যি কাম করলে চলে তখন সি কামটো করতে হবেক।"[১১]

এখন দিন বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। স্বাধীন ভারতের জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি স্তরে তারাও অংশীদার হতে চায়। ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রে তারা অল্প অল্প করে প্রবেশ করতে চায়।

চোট্টি মুণ্ডা হাওয়া বোঝে খুব দ্রুত। তাই মতিয়া ধোবিনকে পার্টি সদস্যের খুন বিষয়ে চুপ থাকতে বলে। ভোটকে কেন্দ্র করে প্রচার পর্ব থেকে শুরু হয়েছে খুনোখুনি। আর ভোটের দিন চলেছে নির্বিবাদে সন্ত্রাস। চোট্টিরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। চোট্টি সকলকে বলে, -

> "এখুন যা দেখবি তুরা জীবনে দেখিস নাই। মনে হবে আগে কত সুখে ছিলাম। খুন করে ভোটে জিতল, দেখলি না?"[১২]

এই ভোটে জেতা জোচ্চুরি, ডাকাতি এবং নির্বাচন পরবর্তীকালের ভাগ বাঁটোয়ারা যেন চোট্টি অঞ্চলকে আধুনিক কালে উত্তীর্ণ করে। স্বাধীন ভারতে একশ্রেণীর মানুষদেরকে পরাধীন করে রাখার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। চোট্টি মুণ্ডারা হল সেই শ্রেণীর। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতির সামান্য অংশ পাবার অধিকারটুকুও আদিবাসীদের থাকতে নেই। রুটি রুজি জীবনযাপন বেঁচে থাকা না থাকা সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মুষ্টিমেয়দের হাতে। আর এই ক্ষমতাশালী লোকেরা হলো তীরথনাথ, হরবাংশ, রোমিও পহলোয়ান ও দিলদাররা।

হরবংশ অবশ্য আদিবাসীদের প্রতি প্রীতি দেখায়। সে অর্থবান মানুষ এবং ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে আদিবাসীদেরকেই মজুর হিসাবে খাটায়। আদিবাসী প্রতিনিধি চোট্টি হরবংশের সঙ্গে কর্মসংস্থান বিষয়ে কারবার করে। হরবংশের ব্যবসার কাজে শ্রমিকের যোগান দেয় চোট্টি মুণ্ডা। চোট্টি মুণ্ডা নিজেও খাটে সকল মুণ্ডা নারী-পুরুষদের সাথে। এই মুণ্ডা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক থেকে বাট্টা কাটার জন্য চাপ দেয় রোমিও এবং পোহলোয়ানের মতো সমাজ বিরোধীরা। হরবংশকে রোমিও সাফ বলে, -

> "অছুত ঔর আদিবাসী লোককে জুতির নিচে রাখুন।"[১৩]

হরবংশ মুণ্ডা শ্রমিকদের বিগড়াতে চায় না। বাট্টা অংশ নিজে মেটায় কুখ্যাত রোমিওদের। পুলিশ প্রশাসন যেন ঠুটো জগন্নাথ রোমিওদের কাছে। হরিজন আদিবাসী বসতি গ্রাম আগুনে পুড়ে ছারখার করে, পহান পহানীকে গুলি করে, রেল কুলিকে গুলি করে, তা সত্ত্বেও থানার দারোগা ঘটনাটি নোট করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ঘটনার প্রেক্ষিতে চোট্টিমুণ্ডা শান্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষতিগ্রস্ত মুণ্ডাদের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে আনে। কেননা চোট্টি জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে জানে। তাই তীরতনাথের জমিতে যেমন কাজের জন্য লোক পাঠায় তেমন তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয় মুণ্ডাদের জন্য। আবার রাজবংশ চাটার কাঠগোলাতে যুবতী বাসমতী ওঁরাওকে দেখে তার ওপর রোমিও এবং পহলোয়ানরা বলাৎকার করতে গেলে চোট্টি মুণ্ডা বাসমতীকে রক্ষার্থে সহায় হয়ে ওঠে। রোমিওদের বেঁধে রাখার স্পর্ধা দেখায় চোট্টি। মুণ্ডা যুবতীদের বেইজ্জতের কারণে সেদিন তীর ফুঁড়ে মেরে ফেলতে পারতো চোট্টিরা কিন্তু চোট্টি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিয়েছে। যুবলীগের সেক্রেটারি বিমর্ষ হন দলের রোমিওদের কর্মকান্ডতে। কারণ হরিজন ও মুণ্ডাদের কল্যাণার্থে আইন করে সরকার,-

> "২৪ শে অক্টোবর ১৯৭৫ সালে যে অর্ডিন্যান্স জারি হয়, সেই অনুযায়ী ওই তারিখ থেকে বেঠবেগারী প্রথা বন্ধ, বেআইনী।"[১৪]

কিন্তু খাতায়-কলমে আইন তৈরি করা এবং বাস্তবে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে থাকে বহু যোজন ফারাক। এসব চোট্টি ভালো মতোই বোঝে। সেজন্য চোট্টি বলে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দিকুর হাতে আইন কাজে চালাবার ক্ষমতা যতদিন, ততদিন দিকু দেখে যাবে দিকুর হকটো।"[১৫]

কেননা দিকুরা আইন করে আবার দিকুরাই আইন ভাঙ্গে। সরকার তৈরি হয়, সরকার আইন বানায়, সরকারের পুলিশ ও গুণ্ডা সেই আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।

আসলে চোট্টি মুণ্ডা একটা সিস্টেম, একটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে আসছে চিরকাল। সেই ব্যবস্থা জমিদারদের তৈরি, মহাজনদের তৈরি। যে ব্যবস্থায় রয়েছে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য। আদিবাসী বা তপশিলীদের প্রতি উচ্চ জাতির শাসন বলবৎ থাকবে চিরকাল। এই মনোভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করতে উদ্যোগী নয় সরকার। এই সরকারকে ঘিরে আছে পুলিশ, এস ডি ও, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যুবলীগ, ক্ষমতাবান আসামী, জমিদার, মহাজন, সর্বোপরি মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু সরকারকে ঘিরে থাকতে নেই তপশিলী মুণ্ডা, হরিজন, অচ্ছুত আদিবাসী ও চোট্টিদের। চোট্টিরা তাই উপায় খোঁজে। বেঠবেগারী এবং আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করা যেন তামাশা বলে মনে হয়েছে মুণ্ডাদের। আইন প্রয়োগই শেষ কথা নয়, মূল সমস্যা অর্থনৈতিক বৈষম্য। যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মুণ্ডা আদিবাসীরা বসবাস করে, সেই অবস্থান থেকে আইনের আশ্রয় নিয়ে জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে আদালতে লড়বে এ তামাশারই শামিল। কারণ, -

> "মহাজন পেটকরজ না দিলে যারাদের দিন চলে না, সি যাবে মালিক মহাজনের নামে নালিশ উঠাতে।"[১৬]

কিংবা, যারা, -

> "জুলুমের পর জুলুম উঠায়ে, গরিবের লাশ ফেলি যারাদের সাজা হয় না, তার যখন চোট্টি গ্রামের মানুষের উপর কুনো দাপে - কারো মান্যে মোরাদের পর জুলুম উঠাতে নারে, তখুন তারা ভুলি যায় না, মনে রাগ জমা করি রাখে।"[১৭]

ক্ষেত মজুরদের উপর মহাজনের জুলুম, বানিয়া রাজপুত ব্রাহ্মণের জুলুম, পার্টির সদস্যদের জুলুম -এসবই মনডা আদিবাসীদের অভিজ্ঞতা লব্ধ। তাই প্রতিবাদী একমাত্র পথ, অবলম্বন। মুণ্ডারা এক জোট হয়। বেঠবেগারী আর দেয় না। তারা বেঠবেগারী লড়াইয়ে সামিল হয়। ফলে চোট্টিগ্রাম হয়ে ওঠে রণাঞ্চল।

দীর্ঘ ও বিবিধ ঘটনা বহুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ চোট্টি মুণ্ডা। তার বেড়ে ওঠা, মুণ্ডা সমাজ ও জীবনকে দেখা, জমিদার মহাজন, ব্যবসাদার, পুলিশ প্রশাসন, বিশেষত এটা গোটা সমাজ ব্যবস্থায় তাকে সমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাবান করে তুলেছে। সন্তানের জেল খাটা, সন্তানের মৃত্যু, পড়শী মুণ্ডার ওপর অত্যাচার ও মৃত্যু -সবই তাকে সহ্য করতে হয়েছে। তারপরও সে মাথা ঠান্ডা রাখে এবং মুণ্ডাদের বুদ্ধি যোগায়। কেননা সে জানে মুণ্ডা ও দুসাদরা কতটা ভরসা করে তাকে। তাই মুণ্ডাদের সংকট সময়ে মুণ্ডাদের বাঁচাতে বাইরের শক্তি 'আদিবাসী মঙ্গল ভারতী' সংগঠনের সাথে লড়াইয়ে সামিল হতে হয়েছে। কারণ চোট্টি জানে, শুধু আইন করে অপশাসনকে দূর করা যাবে না। অপশাসনকে দূর করতে হলে রোমিও, পহলোয়ানের মত গুণ্ডা সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। রোমিওরা প্রশাসনের সম্পদ। নির্বাচন আসে। প্রশাসন পাল্টায়। রোমিওরা থেকে যায়। মুণ্ডাদের কথা কেউ ভাবেনা। চোট্টির মুখে শোনা যায়, -

> "দিকু দিকু এক টুপি হয়।"[১৮]

দিকুরা ভোটে লড়ে, নেতা হয়। দিকুরা জোতদারি, ঠিকাদার, মহাজন সব হয়। শুধু মুণ্ডারা আজীবন থেকে যাবে বেঠবেগার। অবশেষে, সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকায় প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে চোট্টি মুণ্ডা। তার মনে হয়েছে দীর্ঘদিন শুধু মুণ্ডাদের উপর যে জুলুম করা হয়েছে, তা নিষ্পত্তি প্রয়োজন। পার্টির সম্পদ রোমিও এবং পহলোয়ানের হত্যাকারীদের ধরতে পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। চোট্টি মেলায় সকল আদিবাসী মুণ্ডাদের আহ্বান করেছে এসডিও, প্রশাসন। চোট্টি মেলায় তীর বেঁধার নিশান প্রমাণ করবে রোমিও, পহলোয়ানের হত্যাকারীদের। এই পরিকল্পনা চোট্টি অনুধাবন করে। যারা মুণ্ডাদের দুসাদদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেছে, শাসিয়েছে, অত্যাচার করেছে তাদের মদত দিতে প্রশাসনের একি কাণ্ডালপনা। তাই এমন মনোভাব অনেক জিজ্ঞাস্য ছুঁড়ে দিয়েছে। এরপর তীর ধনুকে নিশান বেঁধেছে চোট্টি। আদিবাসী আন্দোলনকে মিলিয়ে দিয়েছে তপশিলীর মুক্ত আন্দোলনে। চোট্টি হয়ে থাকে কিংববদন্তী, অবিনশ্বর।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৭, পৃ. ৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩